সূচিপত্র

কুরআন থেকে উপকৃত হবেন যেভাবে	১৫
সাধারণ ক্ষমা ও তার প্রকৃতি	১৬
মানুষের শক্তি	২০
আল্লাহর পরিচয়	২৩
মনিবের সামনে বান্দার নিবেদন	২৫
পবিত্রতম স্থান	৩১
বিশ্বাসের জন্য প্রয়োজন শূন্য হৃদয়	৩৩
প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা	৩৪
প্রেমচৈতন্য	৩৬
মানুষের স্বভাব	৩৭
দুনিয়ার পরিচয়	৩৮
জীবনের বিস্ময়	৩৯
পাপে জড়ানোর কারণ	৪০
মজলিসের প্রকার ও তাৎপর্য	৪০
ভয় ও আশার কেন্দ্রবিন্দু	৪১
মানুষের শেষ আশ্রয় তাওহিদ	৪২

প্রেমের অভিসার	৪৩
জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হলে	৪৪
ভালোবাসা পেতে হলে	৪৫
দুই পায়ের পোল	৪৬
কালিমার মূল্য	৪৭
মানুষের ক্ষমতা	৪৮
স্রষ্টার মমতা	৪৯
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহার	৫১
চেষ্টা আনে সফলতা	৫২
দুনিয়ার উদাহরণ	৫৩
মানুষ হওয়ার সুবিধা-অসুবিধা	৫৪
যে যার সহযোগী	৫৫
সকল পাপের মূল	৫৬
কুরআন পরিত্যাগের রকমফের	৫৭
ধ্যানের ফল	৫৯
ইলম ও আমলের পরিচয়	৬০
আমলের আপদ	৬০
ঈমানের ভেতর-বাহির	৬১
আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল	৬২
তাওয়াক্কুলের সারকথা	৬৩
অভিযোগের তির	৬৩
মুমিনের সঞ্জীবনী	৬৫
ভালো-মন্দের মাপকাঠি	৬৬
যুহদ আখিরাতের পাথেয়	৬৮
সৌভাগ্যের চাবি	৭৪
দুনিয়াদার আলিমের পরিণাম	৭৫

দুনিয়াদার জাহিলের পরিণাম	৭৬
সম্মানের উৎস	৭৮
যে ত্যাগে জুড়ায় মন	৮০
দুজনের দুটি পথ	৮১
আল্লাহকে রব মানার অর্থ	৮৩
যুহদের প্রকার	৮৪
আদেশ-নিষেধের গুরুত্ব	৮৫
অধৈর্য ও তার প্রকাশ	৮৮
ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক	৯০
দ্বীনের ভিত্তি	৯৩
কখনো মিথ্যা বলবেন না	৯৪
আশা-নিরাশার দোলাচল	৯৫
সবার আগে নিজেকে জানুন	৯৭
প্রবৃত্তিপরায়ণতার পরিণাম	৯৮
জ্ঞানী ও নির্বোধের পার্থক্য	৯৯
ভালো-মন্দের উৎস	১০০
সফলতার পূর্বশর্ত	১০১
ইখলাসের তাৎপর্য	১০২
রুচি ও ব্যক্তিত্ব	১০৩
ইখলাস ও অহমিকা	১০৫
লক্ষ্যে যদি পৌঁছুতে চান	১০৬
কোন পথে হাঁটছেন?	১০৭
চাই মজবুত ভিত্তি	১০৯
কুফরের মূল	১১০
সংশয় নিরসন	১১১
বয়ঃসন্ধি	১১৬

দেহ ও আত্মার সম্পর্ক	১১৭
আরিফ ও যাহিদের পার্থক্য	১১৮
আল্লাহর পরিচয়	১১৯
আয়-ব্যয়ের খাত	১২১
সহানুভূতি	১২২
আগে পথ ঠিক করুন	১২৩
পদে পদে বাধা	১২৪
নিয়ামতের প্রকার	১২৫
জ্ঞানের উৎস	১২৬
অকৃতজ্ঞতার পরিণাম	১২৭
আল্লাহকে চিনুন তাঁর সৌন্দর্য দিয়ে	১২৯
সৌন্দর্যের প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা	১৩১
কাজের প্রেরণা	১৩৫
আল্লাহকে সম্মান দিতে শিখুন	১৩৬
অন্তহীন সফর	১৩৮
ধ্যান বনাম ইবাদত	১৩৯
শয়তানের সদর দরজা	১৪১
বিশেষজ্ঞতা অর্জন করতে হলে	১৪৫
জিকির করবেন যেভাবে	১৪৭
শান্তি খুঁজুন হালালে	১৪৭
আল্লাহর আদেশ-নিষেধ	১৪৮
বান্দার প্রাপ্তি ও বঞ্চনা	১৪৮
তাওহিদের আয়না	১৪৯
ফেরা	১৫০
নীরব কান্না	১৫২
ভালো-মন্দের চাবি	১৫৩

ভোগ মানেই খারাপ নয়	১৫৪
শেষ আশ্রয়	১৫৫
যে কথায় মুক্তা ঝরে	১৫৭
লেখক পরিচিত	১৬২



আল ফাওয়াইদ

কুরআন থেকে উপকৃত হবেন যেভাবে

কুরআন আল্লাহর বাণী। এতে মানুষের জন্য রয়েছে উত্তম উপদেশ। তবে এর থেকে উপকৃত হতে চাইলে আপনাকে বেশ কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। নিজে তিলাওয়াত করলে, মনোযোগ দিয়ে করতে হবে; অন্যের তিলাওয়াত শুনলে, নিবিষ্ট মনে শুনতে হবে; সেইসাথে মনের ভেতর এই অনুভূতি জাগরূক রাখতে হবে, স্বয়ং আল্লাহ আপনার সঙ্গে কথা বলছেন তাঁর রাসুলের মাধ্যমে। কাজেই সকল ব্যস্ততা পেছনে ফেলে নিজেকে হাজির রাখতে হবে আল্লাহ ও তাঁর কালামের সামনে। কুরআন এই শিক্ষাই দেয় আমাদের—

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾

নিশ্চয়ই এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার আছে জাগ্রত হৃদয় অথবা যে নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করে।[১]

আয়াতটি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, আল্লাহ তাআলা কুরআন থেকে উপকার গ্রহণের জন্য তিনটি শর্ত পূরণের কথা বলেছেন—

১. যে জিনিস থেকে আপনি যে ধরনের উপকার পেতে চাইছেন, তার মধ্যে ওই উপকারটি থাকা। আয়াতের প্রথম অংশে আল্লাহ তাই—إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ (নিশ্চয়ই এতে উপদেশ রয়েছে)—বলে এই স্বীকৃতি দিচ্ছেন, কুরআনের মধ্যে মানুষের উপকার করার ক্ষমতা আছে।

---

[১] সুরা ক-ফ, আয়াত : ৩৭

২. যে ব্যক্তি উপকার গ্রহণ করতে চাইছে, তার মধ্যে উপকার গ্রহণের যোগ্যতা থাকা। এই শর্তের দিকে আল্লাহ ইঙ্গিত করেছেন এই কথা বলে—لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ (যার আছে জাগ্রত হৃদয় অথবা যে শ্রবণ করে)।

৩. উপকার গ্রহণে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকা। সেটা তুলে ধরা হয়েছে আয়াতের শেষাংশে—وَهُوَ شَهِيدٌ (নিবিষ্টচিত্তে)—বলে।

কাজেই বলা যায়, কুরআন তিলাওয়াত বা শ্রবণের সময় যদি আপনি মনোযোগ ধরে রাখতে পারেন, সকল ব্যস্ততা ভুলে মন থেকে অনুভব করতে পারেন—আপনি সাধারণ কোনো বই পড়ছেন না, বরং রাসুলের মাধ্যমে কথা বলছেন আপনার মহান রবের সঙ্গে, তবে অবশ্যই কুরআন আপনার জীবন বদলে দেবে। কিন্তু আপনার মধ্যে যদি এর কোনো একটি শর্ত অনুপস্থিত থাকে, তাহলে আপনার তিলাওয়াত ও শ্রবণ হবে কেবলই পণ্ডশ্রম।

সাধারণ ক্ষমা ও তার প্রকৃতি

বিশেষ প্রেক্ষাপটে[১] নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে

---

[১] মূল ঘটনাটি হলো—আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার যুবাইর, মিকদাদ ও আমাকে একটি অভিযানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। বলেন, 'তোমরা এক্ষুনি রওযা খাখ নামক স্থানে যাও। সেখানে উটের ওপর আরোহী এক মহিলাকে পাবে। তার সঙ্গে একটি পত্র আছে। তোমরা তার কাছ থেকে পত্রটা নিয়ে আসবে।' নির্দেশনা পেয়ে আমরা তখনই বেরিয়ে পড়ি। আমাদের ঘোড়া আমাদের নিয়ে দ্রুত ছুটে চলে। যেতে যেতে একসময় আমরা রওযায় গিয়ে পৌঁছি। অমনি মহিলাটিকে পেয়ে যাই। আমরা বলি, পত্রটা বের করো। সে উত্তর দেয়, আমার সঙ্গে কোনো পত্র নেই। আমরা তখন কড়া ভাষায় বলি, পত্রটি বের করো; নয়তো তোমাকে বিবস্ত্র করতে বাধ্য হবো। এরপর সে চুলের বেনী থেকে পত্রটি বের করে। আমরা সেটি নিয়ে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসি।

খুলে দেখা যায়, পত্রটি হাতিব ইবনু আবি বালতাআ রাযিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে মক্কার মুশরিকের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। তাতে তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু বিষয় তাদের কাছে ব্যক্ত করে দিয়েছেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, কী ব্যাপার হাতিব? তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল! আমার ব্যাপারে ত্বরিত কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি কুরাইশ বংশীয় লোকদের সাথে বসবাস করি। তাদের সঙ্গে আমার কোনো বংশগত সম্পর্ক নেই। আপনার সঙ্গে যত মুহাজির আছেন, তাদের সবারই সেখানে আত্মীয়স্বজন আছে। এসব আত্মীয়স্বজনের কারণে মক্কায় তাদের পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদ রক্ষা পাচ্ছে। আমি চেয়েছিলাম, যেহেতু তাদের সঙ্গে আমার বংশীয় কোনো সম্পর্ক নেই, তাই এবার যদি আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করি, তাহলে হয়তো তারাও আমার আত্মীয়স্বজনের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়াবে। কুফর ও স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করার মনোভাব নিয়ে আমি এ কাজ করিনি। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সে তোমাদের কাছে সত্য কথাই বলেছে। কিন্তু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসুল, আমাকে অনুমতি দিন; এক্ষুনি আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। প্রতিউত্তরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তুমি কি জানো না, মহান আল্লাহ বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি

বলেছিলেন—তুমি কি জানো না, আল্লাহ বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের লক্ষ্য করে বলেছেন, 'তোমরা যা ইচ্ছা, তা-ই করো; আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।'[১]

এই হাদিসের অর্থ অনেকের কাছেই অস্পষ্ট। কারণ বাহ্যিকভাবে মনে হয়, যারা বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, তাদের সকল প্রকার দায় মওকুফ করা হয়েছে। সেইসাথে দেওয়া হয়েছে সমস্ত কাজের বৈধতা ও ইচ্ছাধিকার। কিন্তু বাস্তবতা আসলে তেমন নয়।

ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহ এই ক্ষমা ও স্বাধীন ইচ্ছার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'তোমরা যা ইচ্ছা, তা-ই করো'—এই নির্দেশসূচক ক্রিয়াটি ভবিষ্যৎকাল বাচক হলেও এখানে অতীতকালই উদ্দেশ্য। এ হিসেবে হাদিসের অর্থ দাঁড়াবে—'পূর্বে তোমরা যত ধরনের পাপকাজ করেছ, আমি তার সবই ক্ষমা করে দিয়েছি।'

এই ব্যাখ্যার পেছনে দুটি যুক্তি রয়েছে—

১. নির্দেশটি ভবিষ্যতের জন্য হলে বলা হতো, 'আমি অবশ্যই তোমাদের ক্ষমা করে দেব।' কিন্তু এখানে বলা হয়েছে, 'ক্ষমা করে দিলাম', যা অতীতকাল বাচক।

২. পাপ কাজের সাধারণ অনুমতি, নির্দেশনা কিংবা বৈধতা দেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

কাজেই হাদিসের সঠিক অর্থ হবে, 'ইতিপূর্বে তোমরা যত ধরনের পাপ কাজে জড়িয়েছ, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের পুরস্কার হিসেবে আমি সেসব ক্ষমা করে দিয়েছি।'

কিন্তু আমার দৃষ্টিতে ইবনুল জাওযির এ ব্যাখ্যা দুটি কারণে যথার্থ নয়—

১. 'যা ইচ্ছা, তা-ই করো'—এই আদেশবাচক শব্দটি সুস্পষ্টভাবেই ভবিষ্যৎ কাল বোঝায়; অতীত কাল নয়। তাছাড়া 'আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি'—বাক্যটি শুধু অতীতকালই বোঝায় না। কারণ ভবিষ্যতের কোনো ঘটনার সুনিশ্চয়তা বোঝাতেও পবিত্র কুরআনে অনেক ক্ষেত্রে অতীতকালবাচক ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন—

أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ . . . ①

আল্লাহর নির্দেশ (কিয়ামত) অবশ্যই এসে গেছে।[২]

লক্ষ্য করে বলেছেন, 'তোমরা যা ইচ্ছা, তা-ই করো; আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।'

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৪২৭৪, ৪৮৯০; *সহিহ মুসলিম* : ২৪৯৪

[২] সুরা নাহল, আয়াত : ১

وَّجَآءَ رَبُّكَ . . . ﴿٢٢﴾

অবশ্যই চলে এসেছেন আপনার রব।[১]

ওপরের আয়াতগুলোতে অতীতকালবাচক ক্রিয়া ব্যবহার করা হলেও ভবিষ্যৎকালই বোঝানো উদ্দেশ্য। ভবিষ্যতের ঘটনা অর্থাৎ কিয়ামতের সুনিশ্চয়তা বোঝাতে অতীতকালবাচক ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে।

কাজেই ক্ষমার এই ঘোষণাটি ভবিষ্যতের পাপ বা অপরাধের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

২. স্বয়ং হাদিসটির প্রেক্ষাপটও এই ব্যাখ্যার দুর্বলতা প্রমাণ করে। কারণ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে আল্লাহর রাসুলের বিরুদ্ধে হাতিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর গুপ্তচরবৃত্তির ঘটনাকে কেন্দ্র করে। আর এই মারাত্মক ঘটনাটি ঘটেছে বদর-যুদ্ধের পর। এখানে প্রত্যক্ষ ও সুনিশ্চিতভাবে হাতিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই অপরাধই ক্ষমা করা হয়েছে।

খুব সম্ভব মহান আল্লাহ এই ঘোষণাটি তাদের উদ্দেশ্যে দিয়েছেন, যাদের ব্যাপারে তিনি জানেন যে, তারা কখনো দ্বীন ত্যাগ করবে না; আমৃত্যু ইসলাম আঁকড়ে থাকবে। কখনো তাদের দ্বারা কোনো পাপকাজ সংঘটিত হয়ে গেলেও পাপের নর্দমায় আকণ্ঠ ডুবে যাবে না। সংবিৎ ফেরা মাত্রই তাওবা করবে। ক্ষমা চাইবে রবের কাছে। প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে আগের চেয়ে আরও বেশি সৎকাজ করবে। এগুলো তাদের পাপ মিটিয়ে দিতে সহায়তা করবে। আর আল্লাহ তাআলা তাদের ক্ষমা করবেন।

এই ব্যাখ্যাটি সঠিক অর্থে সকল মুসলিমের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—চাই সে একালের হোক; কিংবা সেকালের। সাহাবি হোক; কিংবা না হোক। বদরি[২] হোক; কিংবা না হোক। তারপরও এখানে বিশেষভাবে বদরি সাহাবিদের কথা উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, তাদের প্রতি মহান আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি পরীক্ষিত ও সুপ্রমাণিত।

মোটকথা, এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়—

প্রথমত, ক্ষমা ও সন্তুষ্টির এই মহান ঘোষণা শুধু বদরি সাহাবিদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং উপরিউক্ত গুণাবলি যাদের মধ্যেই পাওয়া যাবে তাদের সকলের ক্ষেত্রেই এই ক্ষমা ও সন্তুষ্টির সুসংবাদ প্রযোজ্য।

দ্বিতীয়ত, এই ক্ষমা ও সন্তুষ্টির ঘোষণা থেকে সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের ফরজ-ওয়াজিব ইবাদতের প্রতি অনীহ ও উদাসীন হয়ে পড়াও উদ্দেশ্য নয়। অন্যথায় তাদের সালাত,

---

[১] সুরা ফজর, আয়াত : ২২

[২] বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এমন সাহাবি।

সিয়াম, হজ, যাকাত, জিহাদ এবং গুনাহ-পরবর্তী তাওবার মতো শ্রমসাধ্য ইবাদতের প্রয়োজন হতো না; কিংবা অন্তত এসবের প্রতি তাদের প্রতিযোগিতার মনোভাব লক্ষ করা যেত না। কাজেই নিছক ক্ষমার ঘোষণা কিংবা আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়ভার গ্রহণের আশ্বাস, ক্ষমাপ্রাপ্তির আনুষঙ্গিক কাজকর্মের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকা আবশ্যক করে না।

পুরো ব্যাপার অনেকটা নিচের হাদিসটির মতো—

কোনো এক বান্দা একবার পাপকাজে লিপ্ত হওয়ার পর অনুতপ্ত হয়ে বলে, 'হে আল্লাহ! আমি পাপ করে ফেলেছি; আমাকে ক্ষমা করে দিন।' আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন। আর বলেন, 'আমার বান্দা পাপ করেছে। সে জানে, তার একজন রব আছেন। কেউ পাপ করলে, তিনি ক্ষমা করে দেন; কখনো আবার পাকড়াও করেন।' কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সে আবার পাপ করে এবং যথারীতি অনুতপ্ত হয়ে বলে, 'হে রব, আমাকে ক্ষমা করে দিন।' আল্লাহ তাআলা তাকে আবার ক্ষমা করে দেন। আর বলেন, 'আমার বান্দা পাপ করেছে। সে জানে, তার একজন রব আছেন। কেউ পাপ করলে, তিনি ক্ষমা করে দেন; কখনো আবার পাকড়াও করেন।' কিন্তু কয়েক দিন বাদে আবারও সে পাপকাজে লিপ্ত হয় এবং অনুনয় করে বলে, 'হে আমার রব, আমি আবারও পাপ করে ফেলেছি। আমাকে ক্ষমা করে দিন।' আল্লাহ তাআলা এবারও তাকে ক্ষমা করে দেন। আর বলেন, 'আমার বান্দা পাপ করেছে। সে জানে, তার একজন রব আছে। কেউ পাপ করলে, তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। মাঝেমধ্যে আবার পাকড়াও করেন। শোনো, তুমি যা ইচ্ছা, তা-ই করো। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।'[১]

এখানেও একই কথা। বান্দাকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হারাম ও পাপকাজে লিপ্ত হওয়ার বৈধতা বা অনুমতি দেওয়া হয়নি; বরং বোঝানো হয়েছে, বান্দা যত দিন পাপ করার পর তাওবা করবে, তত দিন তাকে ক্ষমা করা হবে।

আর বিশেষ এক বান্দার কথা উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তার ব্যাপারে জানেন, সে পাপের ওপর অবিচল থাকবে না। কখনো করে ফেললে তাওবা করবে, ফিরে আসবে আপন রবের দিকে। এই গুণ অন্য কারও মধ্যে পাওয়া গেলে, সেও এই আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি লাভ করবে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াতেই যাদের ক্ষমা ও জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রেও একই কথা। এই সুসংবাদ পাওয়ার পর তারা কিংবা তাদের

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৭৫০৭; *সহিহ মুসলিম* : ২৭৫৮

সমসাময়িক অন্যরা এটা ভাবেননি, তাদের পাপকাজে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে; কিংবা ফরজ-ওয়াজিব ইবাদত থেকে বিরত থাকার অবকাশ দেওয়া হয়েছে।

এজন্য দেখা যায়, সুসংবাদ পাওয়ার পর তারা তাকওয়া ও ইবাদতের ক্ষেত্রে আগের চেয়ে বেশি সাধনা ও সময় ব্যয় করেছেন। উদাহরণ হিসেবে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন সাহাবির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সুসংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও এ দুটি ক্ষেত্রে তারা সমকালীন সবার চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। কারণ তারা জানতেন, পুণ্যের ওপর অবিচল থেকে পাপমুক্ত জীবনযাপন করতে পারলেই কেবল এই সুসংবাদ সুফল বয়ে আনবে।

মানুষের শক্তি

মানুষকে পরিচালনার ক্ষেত্রে দুটি শক্তি প্রধান ভূমিকা পালন করে। এগুলোকে মানুষের প্রধান নির্বাহী শক্তি হিসেবে ব্যক্ত করা যেতে পারে—

» জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি।

» ইচ্ছা ও কর্মশক্তি।

মানুষের প্রকৃত সুখ ও সৌভাগ্য নির্ভরশীল এ দুটি শক্তির ওপরই। প্রথম শক্তিটি পূর্ণতা লাভ করে পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান ও পরিচয় লাভের মধ্য দিয়ে—

১. স্রষ্টার পরিচয়।

২. তাঁর সুন্দর নামসমূহ, অনাদি গুণাবলি এবং সুনিপুণ কর্মসংক্রান্ত জ্ঞান।

৩-৪. তাঁর কাছে পৌঁছার পথ এবং সে পথের বাধা-বিপত্তি-সংক্রান্ত জ্ঞান।

৫. নফসের পরিচয় ও তার মন্দপ্রবণতা-সংক্রান্ত জ্ঞান।

এই পাঁচটি বিষয়ে যার জানাশোনা যত বেশি, সে তত বড় জ্ঞানী।

আর দ্বিতীয় শক্তিটি বিকশিত হয় তিনটি কাজের মধ্য দিয়ে—

১. নিষ্ঠার সঙ্গে স্রষ্টার হক আদায়।

২. তাঁর অবারিত অনুগ্রহ স্বীকার।

৩. এ দুটি ক্ষেত্রে নিজের ত্রুটি ও দুর্বলতার সলজ্জ অনুভূতি।

এ কাজগুলোতে যে যত বেশি তৎপর, ব্যাবহারিক জীবনে সে তত বেশি সফল।

এসকল জ্ঞান ও কর্মের চর্চা ব্যতীত মানুষের নির্বাহী শক্তি সক্রিয় ও ইতিবাচক করা অসম্ভব। কারণ স্রষ্টার পরিচয় ও নফসের মন্দপ্রবণতা সম্পর্কে অজ্ঞ ও অসতর্ক মানুষ পথ হারিয়ে ফেলে। অনুরূপ নিষ্ঠা, কৃতজ্ঞতা ও দায়িত্ব-জ্ঞানহীন মানুষ শিকার হয় স্রষ্টা ও সৃষ্টির বিপুল অসন্তোষের। ফলে তার পরম কাঙ্ক্ষিত সুখ-সৌভাগ্য আর পাওয়া হয়ে ওঠে না; দুঃখ ও দুর্ভাগ্য তাকে ছেয়ে ফেলে।

এ দিকে লক্ষ করেই হয়তো মহান আল্লাহ সুরা ফাতিহায় সৌভাগ্যের এই ধারাগুলো অত্যন্ত সুন্দর ও সুবিন্যস্ত আকারে তুলে ধরেছেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। তিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। অতি দয়ালু। চিরদয়াময়। বিচার দিনের মালিক।[১]

এখানে সৌভাগ্যের প্রথম ধাপটি চিত্রিত হয়েছে। আর সেটি হচ্ছে, মহান প্রভুর পরিচয়, তাঁর নাম, গুণ ও কর্মসংক্রান্ত জ্ঞান। আপনি খেয়াল করলে দেখবেন, এখানে আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের প্রধান পাঁচটি নাম স্থান পেয়েছে। সেগুলো যথাক্রমে আল্লাহ, রব, রহমান, রহিম এবং মালিক। আল্লাহ নামটি প্রভুত্বের গুণ ধারণ করে। রব নামটি প্রতিপালন-ক্ষমতা ও অধিকার দাবি করে। রহমান ও রহিম নামদ্বয়ের মধ্যে ফুটে ওঠে অতিশয় দয়া ও অবারিত দানের চিত্রকল্প। আর মালিক নামের মধ্যে জেগে ওঠে তাঁর একচ্ছত্র অধিকার ও আধিপত্য। মৌলিক বিচারে এ কয়টি গুণই নানা মাত্রায় প্রকাশিত হয় তাঁর অনিন্দ্য সুন্দর প্রতিটি নামে।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤

আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি। সাহায্যও চাই কেবল আপনারই কাছে।[২]

এখানে মহান প্রভুর কাছে পৌঁছার পথ-চিত্র আঁকা হচ্ছে। মাইলফলক হিসেবে স্থির করা হচ্ছে তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত, নিঃশর্ত আনুগত্য, সন্তোষজনক কাজ এবং ইবাদত ও সুখ-দুঃখে কেবল তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা। এ পথের শেষেই অপেক্ষা করছে অবারিত সুখ ও সৌভাগ্য।

---

[১] সুরা ফাতিহা, আয়াত : ১-৩

[২] সুরা ফাতিহা, আয়াত : ৪